ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম জাতির মাঝে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করা এঁকে অন্যের সুখে-দুঃখে সাথী হয়ে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার নাম ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ।

পৃথিবীতে যারা তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা '' দীন ইসলাম'' এর সকল বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তাঁরা সকলেই একে অপরের ভাই ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

''নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই । সুতরাং তোমরা দু ভায়ের মাঝে মীমাংসা করে দিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে''। (সূরা আল-হুজরাত-১০)

মুসলিম সম্প্রদায় যখন পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি, ভালোবাসা সৃষ্টি করবে তখন একজন মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অকল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে না । বরং সকল মুসলিম পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে আর এর মাঝেই গড়ে উঠবে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব যার রুপকার স্বয়ং মহানাবী মুহাম্মাদ সাঃ। আর তিনি এ ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন ''একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য এক গৃহের মত, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আংগুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন''। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাঃ আরও বলেনঃ

আবু হুরাইরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাঃ বলেছেনঃ একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কাজেই তার উপর জুলুম করবেনা। তাকে লজ্জিত করবেনা তাকে তুচ্ছ মনে করবেনা। আল্লাহ্ ভিতি এখানে, এ কথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি আরও বলেন কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। বস্তুত একজন মুসলিমের সবকিছু অপর মুসলিমের জন্য হারাম, তার জান, মাল ও ইজ্জত-আবরু।

(সহীহ মুসলিম-২৫৬৪)

ইসলামী ভ্রাতৃত্বই কেবল মুসলিম সমাজে বয়ে নিয়ে আসতে পারে শান্তি ও সুখময় জীবন।